কোরবানির চামড়া সংরক্ষণে দেশে লবণের কোনও ঘাটতি নেই

দেশে বর্তমানে ১১ লাখ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন লবণ মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। প্রতিবছর ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী কোরবানির পশু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন লবণের প্রয়োজন হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, গত ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যার বিপরীতে লবণের চাহিদা ছিল ৮১ হাজার ৮২০ মেট্রিক টন। ফলে মজুদকৃত লবণ দিয়ে এবারের ঈদুল আজহার চাহিদা মিটিয়ে আরও ৭ থেকে ৮ মাসের লবণের চাহিদা পূরণ সম্ভব।

অন্যদিকে আর মাত্র ৪ মাস পর অর্থাৎ নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মৌসুম শুরু হবে। ফলে দেশে লবণের কোনও ধরণের ঘাটতির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বিসিক।

বিসিক জানিয়েছে, এবারের ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে দেশের ৮টি লবণ জোনে ১৮৬টি নিবন্ধিত লবণ মিলে পুরোদমে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

এর মধ্যে ঢাকায় ৪টি, নারায়ণগঞ্জে ৩৪টি, চাঁদপুরে ২টি, চট্টগ্রামে ৫৭টি, পটিয়ায় ৩৪টি, কক্সবাজারে ৩৫টি, খুলনায় ৮টি এবং ঝালকাঠিতে ১২টি মিল চালু রয়েছে। চালু লবণ মিলগুলোর মাসিক গড় উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন হলেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মিলগুলো লবণ উৎপাদন করে থাকে।

এদিকে ঈদুল আজহায় সার্বিক লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য বিসিক আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে।

লবণ জোনগুলোতে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পৃথক কমিটি গঠন করে তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেছে বিসিক। এসব কমিটি মাঠ পর্যায়ে লবণের মজুদ, চলাচল ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ করে লবণের সাপ্লাই চেইন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এ

উপলক্ষে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে ইতোমধ্যে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

লবণ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে তথ্যের জন্য ০২-৯৫৭৩৫০৫ (ল্যান্ড)/ ০১৯১১-৮৩৮২০০ (সেল ফোন) নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার মার্কেটিং কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ডিলার ও পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের মোবাইল নম্বরসহ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ তালিকা ঈদের আগেই এতিমখানা, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার ও ইউনিয়ন পরিষদসহ কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সরবরাহ করা হবে। সুতরাং লবণ নিয়ে কোনও কারসাজির সুযোগ নেই বলে মনে করে বিসিক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া রেল ভ্রমণ করা যাবে না

বিনা টিকিটে কিংবা জাল টিকিটে ট্রেন জার্নির দিন শেষ হতে চললো। রেল ভ্রমণের জন্য টিকেট কাটার নতুন পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। নতুন নিয়মে জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া টিকেট কেনা যাবে না। ফলে জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করা না গেলে আর রেল-ভ্রমণ করা যাবে না।

সোমবার ২৭ জুলাই এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়। অক্টোবরের শেষ নাগাদ নতুন এ নিয়ম চালু হবে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর মিলন।

রেলওয়ে বলছে, টিকেট কালোবাজারি বন্ধ এবং ভ্রমণের সময় যাত্রীর

পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় একজন যাত্রীকে রেলওয়ের ওয়েবসাইটে নিজের ন্যাশনাল আইডি কার্ড অর্থাৎ জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তার ফলে একজন ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে তার ছবি এবং পরিচিতি যেটা জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারে দেয়া আছে, সেটা রেলের সার্ভারে চলে আসবে।

এজন্য রেলওয়ে মন্ত্রণালয় অগাস্ট মাসে নির্বাচন কমিশনের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পের সঙ্গে রেলওয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব মাহবুব কবীর।

এখন রেলওয়ের টিকেট কাটার অ্যাপসে যারা আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে যাবেন। তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন ব্যবস্থার একটি নামকরণ করেছে রেলওয়ে–‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’।

মাহবুব কবীর বলেন, ‘নতুন নিয়মে একজন যাত্রী তার রেজিস্ট্রেশন করা আইডি থেকে নিজের নামে বা পরিবার বা বন্ধু অর্থাৎ যারা তার ভ্রমণসঙ্গী হবেন – তাদের নামে চারটি পর্যন্ত টিকেট কাটতে পারবেন। যাত্রাকালে ট্রেনে চেকার তার কাছে থাকা স্মার্টফোন বা ট্যাবে রেলের সার্ভারে থাকা যাত্রীর নাম-পরিচয়ের সঙ্গে টিকেটে থাকা নাম-পরিচয় মিলিয়ে দেখবেন, অর্থাৎ যার নামে টিকেট তাকে ভ্রমণ করতে হবে, এবং যাত্রাকালে ‘অন বোর্ড’ নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।’

এতে যাত্রীর স্মার্টফোন থাকার প্রয়োজন নেই, কিংবা তাকে জাতীয় পরিচয়পত্রও বহন করতে হবে না। তবে যাদের এনআইডি নেই- তাদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা হবে?

জবাবে তিনি বলেছেন, ‘এখন তো ১৬ বছর বয়সী পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৪ সালে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের পর্যন্ত তথ্য আছে। ওই বয়স পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলেও একটি রেজিস্টার্ড আইডি নম্বর থাকে, সেটি দিয়ে তারা টিকেট কাটতে পারবে।’

কিন্তু ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কী হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, যেহেতু ১২ বছর বয়স হলেই রেলের টিকেট কাটা যায়, সে ক্ষেত্রে রেলওয়ের পরিকল্পনা হচ্ছে জন্ম সনদ দিয়ে টিকেট কাটার ব্যবস্থা করা। অনেক সময় ভাসমান বিভিন্ন পেশায় থাকা নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ যাদের এনআইডি নাই, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে তারা আর রেল ভ্রমণ করতে পারবেন না।

মাহবুব কবীর বলেছেন, এখন দুই-একটি ধাপে পাইলট করে অক্টোবরের শেষ নাগাদ এই ব্যবস্থা চালু করে দেয়া যাবে।

অনলাইন রিফান্ড

আগামী অগাস্টের মাঝামাঝি চালু হবে নতুন এ ব্যবস্থা। এর ফলে একজন যাত্রী অনলাইনে টিকেট কাটার পর যদি সেটি পরিবর্তন করেন বা যাত্রা বাতিল করতে চান, তাহলে তিনি টিকেট ফেরত দিয়ে অনলাইনেই অর্থ ফেরত পাবেন। এখন টিকেট ফেরতের অর্থ পেতে একজন যাত্রীকে কাউন্টারে আসতে হয়।

রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, এটিও রেলওয়ে টিকেটিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের একটি অংশ। এছাড়া ট্রেন স্টেশনগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার পরিকল্পনা করছে মন্ত্রণালয়, যাতে টিকেট ছাড়া কেউ স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে।

মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রেলের স্ট্যান্ডিং টিকেট দেয়া বন্ধ করা হয়েছে। সূত্র: বিবিসি বাংলা

মেহেরপুরের কামদেবপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের আঘাতে মেয়ের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের আঘাতে মেয়ে কল্পনা খাতুন(১১) এর মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর মা নাজমা খাতুন(৩০) কে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। নাজমা খাতুন কামদেবপুর গ্রামের মাদার আলীর স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, নাজমা খাতুনের জ্বীনের আচড় লাগে মাঝে মাঝে। এসময় সে বিভিন্ন উদ্ভট আচরণ করে। মঙ্গলবার কোন এক সময় তার মেয়ে

কল্পনাকে মারধর করে। অতিরিক্ত পেটানোর ফলে সে মারা যায়। পরে সদর থানায় খবর দিলে এস আই হারুন এসে লাশ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, আমি ঘটনাটি শুনেছি। লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারন। এ ঘটনায় নিহত কল্পনার মা নাজমা খাতুন কে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

অসহায়, হতদরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে গুড নেইর্বাস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি তার কর্মএলাকায় আসন্ন ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে ৬৬০টি পরিবারকে ২৭ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই তিনদিন ব্যাপি ’গুড বাজার’ প্রকল্পের মাধ্যমে উপহার সামগ্রী বিতরণ করছে। উপহার সামগ্রীতে আছে চিনি সেমাই গুঁড়া দুধ পোলায়ের চাল ভাতের চাল ডাল সয়াবিন তেল লবণ পেয়াজ আলু সাবান সিভিট জিংক-বি লুঙ্গি শাড়ী গেঞ্জী মেহেদি ও হেয়ার ব্যান্ড। এসব সামগ্রী বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয়।

গুড নেইবারস্ বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি’র প্রজেক্ট ম্যানেজার মিঃ লিংকন রায়ের সহযোগিতায়, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, কমিউনিটি ডেভেলভমেন্ট কমিটির সভাপতি সংকর বিশ্বাস, সাবেক চেয়ারম্যান আক্কাস আলী ও কমিউনিটি এ্যাকশন টিম এর উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন ওই প্রকল্পের শিক্ষা অফিসার তসলিমা খাতুন।

◌্মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি সহ অন্যান্য অতিথিরা বলেন বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের জন্য মানুষ অসহায়

হয়ে উঠেছে। এ সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য সকল বিত্তবান ও বেসরকারী সংস্থাকে সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

গাংনীতে মহিলা ইয়াবা ব্যাবসায়ী আটক, ইয়াবা উদ্ধার

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার বামুন্দীতে ইয়াবাসহ নারগিছ সুলতানা নামের এক ইয়াবা ব্যাবাসয়ীকে আটক করেছে জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যসা। এসময় নারগিছ সুলতানার স্বামী মাদক ব্যাবসায়ী সেন্টু পালিয়ে যায়। নারগিছ সুলতানার দেহ তল্লাশী করে ২০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে তাকে তার নীজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে।

পুলিশ সুত্রে যানা গেছে, বামুন্দি গ্রামের বৈরাগি পাড়ার সেন্টু ও তার স্ত্রী নারগিছ সুলতানা (৩০) দির্ঘদিন ধরে ইয়াবা বেচা কেনা করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালায়। ইয়াবা বিক্রির অপরাধে নারগিছ সুলতানা আটক করেন। পালিয়ে যায় স্বামী সেন্টু মিয়া। নারগিছ সুলতানার দেহ তল্লাশী করে ২০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দিয়ে আজ মঙ্গলবার তাকে আদালতে প্রেরন করা হবে।

মেপ্র/আরজেএম

মেহেরপুরে নতুন করে দুই জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। তারা সকলেই মেহেরপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা।

আজ মোট ১৫ টি ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে ২ জনের করোনা পজেটিভ এসেছে। এ নিয়ে জেলায় সর্বমোট পজেটিভ ১৫৪ টি (সদর- ৮১ গাংনী- ৫৮ মুজিবনগর- ১৫) টি।

আক্রান্ত দুই জন হলেন, টুম্পা (৩১) ও তুহিন (৩৪) তারা দু’জনেই মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা।

আজ নমুনা পাঠানো হয়েছে ২৩ টি (সদর+হসপিটাল ১২ গাংনী ৬ মুজিবনগর ৫)।

এ নিয়ে সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে ২৫৪৪ টি, সর্বমোট ফলাফল এসছে ২৩৪৪ টি। এর মধ্যে পজেটিভ ১৫৪ টি, বাকি গুলো সব নেগেটিভ।

এ নিয়ে জেলায় করোনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৭ জন। সুস্থ হয়েছেন ৮৯ জন, ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ১৩ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা আছেন ৪৪ (সদর ২২ গাংনী ১৬ মুজিবনগর ৬) জন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন আজ রাত আট টার সময় এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গাংনীতে ছাত্রলীগ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান এ শ্লোগানকে সামনে নিয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব আলী সবুজের উদ্দ্যোগে গাংনীতে গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ গাছের রোপন করার মধ্যে দিয়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধপনা নির্দেশনায়¡ হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠ সংলগ্ন জনতা ক্লাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবাহান। কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মোঃ আব্দুস সামাদ সোহাগ।

এসময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলী,ফিরোজ আহম্মেদ, যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদক ডালিম রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ হাসান কৌশিক, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ওয়ালিদ আল জাবির প্লাবন।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদকঃ আসিফ ইকবাল অনিক,ছাত্রলীগ নেতা আবির, হিজলবাড়িয়া জনতা ক্লাবের সদস্য মো: নাজমুল হোসেন,সোহেল রানা স্বপন,শান্ত,রিফাজ,উজ্বল,শাহীন, সাইদ,রতন,মৃদুল,পল্লব,রিকো সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে প্রেমিকা পক্ষের লোকজনের আঘাতে প্রেমিক জখম

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে প্রেমিকা পক্ষের লোকজনের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে প্রেমিক তরিকুল। মেহেরপুরের পন্ডের ঘাট এলাকা থেকে তরিকুলকে তুলে নিয়ে গিয়ে রামনগর গ্রামের একটি প্রেমিকার বাড়িতে দরজা বন্ধ করে বেধড়ক পিটিয়েছে বলে অভিযোগ তরিকুলের।

পরে স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান এর সহায়তায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে আহত তরিকুল মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছে। তরিকুল

মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মৃত মোশারফ হোসেনের ছেলে। সে পেশায় একজন কৃষক। তরিকুল পূর্ব বিবাহিত, তার বাড়িতে বউ আছে।

জানা যায়, তরিকুলের সাথে একই উপজেলার রামনগর গ্রামের প্রবাসী আজহারুল ইসলাম এর মেয়ে রেহেনা খাতুনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তারা দু-জন অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। এ ঘটনায় প্রেমিকার দাদা হাইবোতুল্লাহ বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পরে প্রেমিকা রেহেনা খাতুনের পক্ষের লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে ফুসলিয়ে মেহেরপুরে নিয়ে আসে।

মেহেরপুরের পন্ডের ঘাট এলাকা থেকে রেহেনা ও তরিকুলকে তুলে নিয়ে যায় রেহেনার পরিবারের লোকজন। পরে একটি ঘরে হাত ও চোখ বেধে প্রেমিকার দাদা হাইবোতুল্লাহ সহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজন বেধড়ক পেটাতে থাকে। খবর পেয়ে ইউপি সদস্য ঘটনাস্থলে গিয়ে তরিকুলকে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

রেহেনার দাদা হাইবোতুল্লাহ বলেন, ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। বাড়ি এসে শুনলাম কয়েকজন ছেলে তরিকুলকে মেরেছে। তরিকুল আমার নাতনিকে নিয়ে কয়েকদিন আগে পালিয়ে যায়। তার কাছে থাকা গহনা গুলো বিক্রি করে টাকা হজম করে ফেলে। তাই হয়তো বাড়ির কিছু ছেলে তরিকুলকে মারতে পারে।

ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান জানান, আমার বাড়ির লেবারের কাছ থেকে শুনলাম যে তরিকুলকে কারা যেন মারধর করছে। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসি। প্রেম ঘটিত কারনে তরিকুলকে মারতে পারে বলে মনে হয়।

মেপ্র/এমএফআর

ঝিনাইদহে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ

সোমবার সকাল থেকে সদর উপজেলার ফুরসন্ধি ও গান্না ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সদস্যগণ তাদের নিজস্ব এলাকার সকল দু:স্থ্য ও

অতি দরিদ্র গরীব খেটে খাওয়া জনগণের মাঝে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করেন।

এ বিতরণ কার্য্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের কার্য্যালয়ে। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে পৌছে যাওয়া ভিজিএফ কার্ড প্রাপ্তির মাধ্যমে সোমবার সকাল থেকে নিজস্ব ওয়ার্ডের সদস্যদের চাল বিতরণ ক্যাম্পের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে দাড়িয়ে সুশৃঙ্খলার সাথে চাল গ্রহণ করেন।

এসময় গান্না ইউনিয়ন পরিষদে দুই ধাপে ২৫৯০ পরিবারের মাঝে প্রতি পরিবারে ১০ কেজি করে চাল বিতরণের আজ প্রথম দিনে ১২৯৫ পরিবারের মাঝে চাল দেওয়ার লক্ষ নিয়ে উদ্বোধন করা হয়। বাকি ১২৯৫ পরিবারকে ২৮ জুলাই মঙ্গলবার চাল দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের কর্তৃপক্ষ।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সোমবার (২৭ জুলাই) এ বিতরণের কাজ পরিচালনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন মালিথা, ইউপি সচিব সাইদুর রহ্মান, ইউপি সদস্য মাজেদ শিকদার, আব্দুর রশিদ, সংরক্ষিত আসনের ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য ডলি খাতুন এবং ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য নার্গিস খাতুন। এছাড়াও সেখানে পুলিশ সদস্য, গ্রাম পুলিশ, এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে ফুরসন্ধি ইউনিয়নে ১০ কেজি করে ১৫৯২ পরিবারের মাঝে ভিজিএফ’র চাল বিতরণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

এসময় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড: মালেক হোসেন মিনহা, ট্যাগ অফিসার মীর আল আমীন, প্যানেল চেয়ারম্যান কবির হোসেনসহ সকল ইউপি সদস্য, নারিকেল বাড়িয়া ক্যাম্পের পুলিশ সদস্য, গ্রাম পুলিশ, এবং স্থানীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এসময় চেয়ারম্যানগণ সকল উপস্থিত জনগেনের প্রতি পবিত্র ঈদুল ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা বিনিময় ও সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

কালীগঞ্জে চোরাই মোটর সাইকেল উদ্ধার ও চোর গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে একটি চোরাই পালসার মোটরসাইকেল উদ্ধার ও চোরচক্রের প্রধান হযরত আলী (২৫) কে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার হওয়া হযরত আলী কালীগঞ্জ উপজেলার চাপালী গ্রামের মতিয়ার রহমান বিশ্বাসের ছেলে। গত ২৫ জুলাই কালীগঞ্জ থানার এসআই ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবুল খায়ের মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া-শালিখা রোডস্থ আজাদের কাঠ গোলার সামনে সাইকেলটি বিক্রির সময় চোর হযরত আলীকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করেন। এ সময় সাইকেলটি উদ্ধার করা হয়।

এসআই আবুল খায়ের জানান, গত ২৪ জুলাই কালীগঞ্জ শহরের কাশিপুর কাজীপাড়ার আক্কাস আলীর ছেলে আল আমিনের একটি নতুন পালসার মোটর সাইকেল চুরি হয়। এ ঘটনায় আল আমিন থানায় মামলা করেন। পরে থানার ওসির দিক নির্দেশনা মোতাবেক মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সোর্সের মাধ্যমে খবর পান সাইকেলটি মাগুরা জেলার শালিখা এলাকায় বিক্রি জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি তৎক্ষনাত মাগুরা জেলার শালিখা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে উপরোক্ত স্থান থেকে চোর হযরত আলীকে গ্রেপ্তার ও মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করেন।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, মোটর সাইকেলটি চুরির পর থানায় মামলা হয়। পুলিশ অভিযান চালিয়ে চোর হযরত আলীকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া চুরির ঘটনা স্বীকার করে সে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে।